দৈনিক বাংলা

0 037

তারিখ ... ২১।৪।৮৪ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... ৬ ... কলাম ৩ ... ...

নকল এবং পরীক্ষার ফল

ধর্মঘট আজকাল আর কোন অস্বাভাবিক বা বিরল ব্যাপার নয়। বরঞ্চ কারণে-অকারণে যত্র-তত্র ধর্মঘট হওয়ার খবর প্রায় প্রতিদিনের পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায়। অধিকার আদায়, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, প্রতিবাদ জ্ঞাপন, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাকার শত উদ্দেশ্যে ধর্মঘট নামক অস্ত্রটির যথেচ্ছ ব্যবহার চলছে। এ ধরনের ধর্মঘটের খবর পত্রিকাতে পড়তে পড়তে এবং শুনতে শুনতে চোখসওয়া-কানসওয়া হয়ে গেছে। বাস ধর্মঘট, রিকশা ধর্মঘট ইত্যাদি যা আমাদের সরাসরি অসুবিধার কারণ হয়, সেগুলি ছাড়া অন্য কোন ধর্মঘট নিয়ে আমরা এখন আর তেমন মাথা ঘামাই না।

তবু কোন কোন ধর্মঘট আজও মানুষের নজর কাড়ে, সচেতন মানুষের মনকে ভাবায়। যেমন হয়েছে গত ১৭ই এপ্রিলের একটি ছাত্র ধর্মঘট। ১৮ই এপ্রিলের পত্রিকায় ঐ ধর্মঘটের খবর বেরিয়েছে। ডিগ্রি পরীক্ষার স্থগিত ফল অবিলম্বে প্রকাশের দাবীতে অবস্থান ধর্মঘট। হাজারখানেক পরীক্ষার্থী তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশের দাবীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দফতরে অবস্থান ধর্মঘট করেন। তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৩ সালের ডিগ্রি পাস পরীক্ষার পরীক্ষার্থী ১৯টি কলেজের ছাত্র। অন্য পরী- [illegible] মাসে প্রকাশিত হয়েছে; স্থগিত রাখা হয়েছে শুধু তাদেরই ফল প্রকাশ। কারণ নাকি অসদুপায় অবলম্বনসহ বিভিন্ন অভিযোগ।

পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যে কি পরিমাণ কর্মতৎপর ও দক্ষ তার প্রমাণ পরিচয় প্রতি বছরই কিছু কিছু পাওয়া যায়, এবারও পাওয়া গেল। তাদের [illegible] বর্ণিত ডিগ্রি পরীক্ষা-র্থীদের কারও কারও একমাত্রার দুই ফল লাভের দুর্ভাগ্য ঘটল। ১৯টি কলেজের প্রায় এক হাজার পরীক্ষার্থীকে তারা ঝুলিয়ে রাখলেন অনিশ্চয়তার দোদুল দোলায়। এতে এসব পরীক্ষার্থীদের যে বিরাট ক্ষতি হচ্ছে, তাদের মনের ওপর দিয়ে দুর্ভাবনার যে ঝড় যাচ্ছে, সেই খোঁজ রাখছে কি কেউ।

পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত রাখার এই ব্যাপারে দুটো প্রশ্ন মনে স্বাভাবিকভাবেই জাগে। প্রথমত অভিযোগগুলির ব্যাপারে কি তারা নিশ্চিত নন? নিশ্চিত হলে এভাবে ঝুলিয়ে না রেখে আগে-ভাগেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিল। নাকি। ফল প্রকাশের পর দুই-আড়াই মাস পার হতে চলেছে, এখনও তারা মনঃস্থির করতে পারছেন না। এই দ্বিধা-গ্রস্ততা ও দীর্ঘসূত্রতা থেকে এমন অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, হয়ত অভিযোগগুলির সত্যতা সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নন, নয়তো অন্য কোন ব্যাপার স্যাপার আছে এর পেছনে।

কারণ যাই হোক, হাজার পরীক্ষার্থীর এই দুর্ভাবনা দুর্ভোগের আশু অবসান খুবই দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাকান্ডারীরা অন্য কোন দেশ থেকে আসেননি। তারা এদেশেরই লোক। এদেশের অবস্থা তারা ভাল করেই জানেন। দেশের বেশির ভাগ মানুষ গরীব। এই গরীব লোকেরা একটা আশা নিয়েই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের আশা—লেখাপড়া শেষে তাদের সন্তানেরা মানুষ হবে। পরীক্ষার পাস দিয়ে চাকরি-বাকরি করবে। তাদের দুঃখের দিন দূর হবে।

ডিগ্রি পরীক্ষার ফল পাওয়ার উপর অনেকের অনেক সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে। যারা মাস্টার ক্লাসে ভর্তি হওয়ার আশা পোষণ করছেন, পাস-ফেলের খবর না পাওয়া [illegible] কিছুই করতে পারছেন না। তাদের জন্য কি ভর্তির সময় বসে থাকবে? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি তাদের পরে ভর্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখবেন? এমন বহু পরীক্ষার্থী আছেন, যাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তাদেরগোটা পরিবার। ডিগ্রি পাসের সার্টিফিকেট থাকলে একটি চাকরি পাওয়া যাবে। সেই চাকরির বেতনে কোনমতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবেন কয়েকজন আত্মসন্তান। তাদের জন্য এক একটা দিন যেন এক একটা বছর। উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তি ও চাকরির চেষ্টা দুটোরই জন্য পরীক্ষার ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া দরকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ধর্মঘটি পরীক্ষার্থীদের আশ্বাস দিয়েছেন যে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তাদের ফল প্রকাশ করা হবে। এই আশ্বাস পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কিছুটা আশ্বস্ত করবে, সন্দেহ নেই। তবু প্রশ্ন থেকে যাবে, মে মাসের প্রথম সপ্তাহ কেন? আজ-কাল অথবা এ মাসের মধ্যেই নয় কেন? এসব পরীক্ষার্থীর খাতা দেখা কি বাকি রয়েছে? তাদের নম্বরের টেবুলেশন কি এখনও হয়নি? হয়ে থাকলে ফল প্রকাশ এত দেরী হবে কেন? মামলা যদি শুধু একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের হয়ে থাকে, তা হলে তার জন্য এত সময় লাগবে কেন?

নকল করে অথবা অন্য কোন অসাধু উপায়ে যদি কেউ পরীক্ষা দিয়ে থাকে তাদের পাস করিয়ে দেবার কথা কেউ বলবে না। যার যে কর্ম তার সে ফল পাওয়া উচিত। আমরা শুধু বলতে চাই, অসদুপায় অবলম্বনকারীদের দোষে অন্য পরীক্ষার্থিগণ যেন শাস্তি ভোগ না করে। পরীক্ষার ফল ঝুলিয়ে রেখে দোষী-নির্দোষ সবাইকে দুর্ভোগের মধ্যে যেন ফেলে না রাখা হয়।

আমাদের দেশে পরীক্ষা এক সময় অনেকটা প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরীক্ষা নেওয়া ও ফল প্রকাশ করার সময়ের কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না। উপরের দিকে এই অনিয়ম খুবই প্রকট হয়ে উঠেছে। পরীক্ষার তারিখ পিছিয়েছে, বার বার স্থগিত হয়েছে এবং কোন কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্ধারিত সময়ের [illegible] ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটছে।

পরীক্ষার মত একটি পবিত্র ব্যাপারের এমন অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্য দায়ী কে? বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা বোর্ড, না ছাত্ররা। হয়ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের দোষারোপ করবে। ছাত্ররা হয়তো দোষ চাপাবে বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের ঘাড়ে, বলবে—সময়মত পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও ভর্তি পর্ব শেষ হয় না, কোর্স অসমাপ্ত থাকে, লেখাপড়ার পরিবেশ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি। উভয় পক্ষের অভিযোগ যাই হোক, একথা সত্য যে, ছাত্রদের এক অংশের বাড়াবাড়ি এই পরিস্থিতির জন্য বহুলাংশে দায়ী। এক সময় ছিল যখন প্রতি বছরই পরীক্ষার তারিখ পিছাবার ছাত্রদের দাবী রেওয়াজ হয়ে উঠেছিল। আর ছাত্রদের সেই দাবী মেনে নিতে নিতে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় নিতান্তই অক্ষম প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। নিজেদের ইচ্ছামত পরীক্ষা দেওয়ার, নিজের নিজের কলেজে সীট ফেলার এবং সিক বেড়ে পরীক্ষা দেয়ার দাবী হাসিমুখে মানা হয়েছিল। এভাবেই বেড়েছিল নকলের হিড়িক। গণ-টোকাটুকি, খাতা বদল, একজনের পরিবর্তে অন্যজনের পরীক্ষা দেওয়া, প্রশ্নপত্র ফাঁস, নম্বরের হেরফের ইত্যাদি ঘটনা। এ সবের অধিকার না থাকলে পরীক্ষা-হলের চেয়ার-টেবিল, দরজা-জানালা ভাঙচুর হয়েছে। পরীক্ষাহলে 'কড়াকড়ি করার অপরাধে' নিগৃহীত হয়েছেন অনেক শিক্ষক। অনেক ক্ষেত্রে পরিদর্শক শূন্য হলে অথবা মোড়লগোছের কিছু ছাত্রের মাতব্বরিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

নকলবাজির জন্য শুধু ছাত্ররাই কি দায়ী? ছাত্রদের এককভাবে দায়ী করা পুরোপুরি সত্য কথন হবে না। একশ্রেণীর ছাত্রের বাড়াবাড়ি আছে ঠিকই, কিন্তু এটাও সত্য যে, এই বাড়াবাড়ি করার প্রশ্রয় ও শক্তিসাহস পাওয়ার উৎস আর পরিবেশও আছে। এ ব্যাপারে মাস্তানি যেমন চলে, তেমনই চলে টাকারও খেল। এক শ্রেণীর ছাত্রশিক্ষক এবং অভিভাবকও এই অন্যায় খেলায় জড়িত। সবাই থাকেন ছলেবলে কৌশলে ভালভাবে পাস করে যাওয়ার এবং টাকার বিনিময়ে পাস করিয়ে দেওয়ার চেষ্টায়। অর্থাৎ এক শ্রেণীর ছাত্র নকল করতে চায় [illegible]

এর ফলে নাকাল হচ্ছে অন্য ছাত্ররা, বিশেষ করে ভাল ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। পরীক্ষার নামে এ ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা চলতে দেয়া উচিত নয় কোনমতেই।

স্থগিত ফল প্রকাশের দাবীতে ১৯টি কলেজের যে এক হাজার পরীক্ষার্থী অবস্থান ধর্মঘট করেছিলেন, তাদের পরীক্ষাকেন্দ্র কোনটা? সেই কেন্দ্রে নকল করার, সিক বেড়ে পরীক্ষা দেয়ার, ছাত্র-নেতাদের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার এবং অন্যান্য অসদুপায় অবলম্বন করার সুযোগ আছে কি? যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে এসব ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে। গোড়ার গলদ দূর না করতে পারলে নকলের প্রবণতা দূর তো হবে না, মাঝখান থেকে কিছুসংখ্যক নির্দোষ পরীক্ষার্থী শাস্তি ভোগ করে যাবে।

—সমদর্শী